দৈনিক খবর

তারিখ ... 25 AUG 1989 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

বিদ্যালয় দু'টোর সমস্যা

॥ আশরাফ উদ্দিন সরকার ॥

টাঙ্গাইল, ২৪শে আগস্ট।– টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলার লাউহাটি ইউনিয়নের 'পাহাড়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও তারটিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়' দু'টি বর্তমানে নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েছে। ফলে দীর্ঘদিন যাবৎ লেখাপড়া ব্যাহত হয়ে আসছে। নিদারুণ কষ্টের মাঝে শিক্ষকরা এ দু'টি বিদ্যালয়ে পাঠদান করে আসছেন।

জেলার দেলদুয়ার উপজেলার অত্যন্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন লাউহাটি ইউনিয়ন, জেলা এবং উপজেলার সাথে যোগাযোগের মতো কোন সড়ক না থাকাতে জনবসতি এলাকায় এ দু'টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানকল্পে কারো আগমন ঘটে না। নামে মাত্র সরকারী করা হয়েছে বিদ্যালয় দু'টি। দীর্ঘদিন যাবৎ সরকারী হবার পরও কোন সরকারী সাহায্য বিদ্যালয় দু'টি পায়নিকখনো।

১৯৬৯ সনে দু'টি বিদ্যালয়কে একই সাথে সরকারীকরণ করা হয়েছে। অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে দিয়ে হলেও বিদ্যালয় দু'টিতে ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৭ শতাধিক। বিদ্যালয়ের নামমাত্র দোচালা ঘর রয়েছে ঠিকই কিন্তু ঘরের চারিদিকে কোন বেড়া সংযুক্ত নেই। ফলে প্রচন্ড বাতাসে নিদারুণ কষ্টের মাঝে কচিকাঁচা ছেলে–মেয়েরা বসে থাকে। বিদ্যালয়ে নামমাত্র বেঞ্চ রয়েছে। প্রতিদিন অধিকাংশ ছাত্র–ছাত্রীকে দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হচ্ছে। ঘরের মাঝে শিক্ষার্থীদের জায়গা নেই ফলে প্রতিদিন খোলা আকাশের নীচে লেখাপড়া চলছে। এছাড়া বিদ্যালয় দু'টিতে শিক্ষকদের বসার মতো কোন লাইব্রেরী নেই। নেই কোন চেয়ার ও টেবিল। শিক্ষকরাও ছাত্রদের মতো কখনো কখনো দাঁড়িয়ে থেকে ক্লাস চালিয়ে যাচ্ছেন। বিদ্যালয়ে কাগজপত্রাদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নেই কোন আলমারী। বেল, ঘড়ি এবং ব্লাকবোর্ডেরও অভাব রয়েছে। বিদ্যালয় ঘরের টিন হাজারো ছিদ্র অবস্থায় রয়েছে। এতে একটু বৃষ্টি হলেই চাল দিয়ে পানি অবিরত পড়ে ছাত্র–ছাত্রীদের খাতাপত্র, জামাকাপড় সব ভিজে একাকার হয়ে যায়।

এ প্রতিনিধি গত ৯ই আগস্ট মোটর সাইকেলযোগে এ দু'টি বিদ্যালয় পরিদর্শনে গেলে উপরোক্ত সমস্যাগুলো স্বচোখে দেখতে পায়। তারটিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘ ১ বছর যাবৎ প্রধান শিক্ষক নেই। সহকারী প্রধান শিক্ষক মোঃ আনোয়ার হোসেন এ প্রতিনিধিকে জানান, মাত্র ৫ জন শিক্ষক নিয়ে বিদ্যালয়টি চলছে। অপরদিকে পাহাড়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব আসান উল্লাহ এ প্রতিনিধিকে জানান, বিদ্যালয় দু'টি মাস ৩ আগে নাগরপুর উপজেলার অন্তর্ভূক্ত ছিল। বর্তমানে দেলদুয়ার উপজেলার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এতে বিদ্যালয়ের কোন রকম উন্নয়ন কাজ হচ্ছে না। যোগাযোগ অবস্থা অত্যন্ত খারাপ বিধায় এ বিদ্যালয় দু'টি পরিদর্শনে শিক্ষা বিভাগ অথবা উপজেলা প্রশাসনের কেউ আসেন না বলে জানান। এ রিপোর্টার বিদ্যালয় দু'টি পরিদর্শনে গেলে বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষকদের উপস্থিতি দেখতে পায় এবং লেখাপড়ার মান অত্যন্ত ভাল দেখা যায়।

শিক্ষকগণ বিদ্যালয় দু'টির সমস্যা সমাধানে এবং এখানকার সড়কপথের যোগাযোগ উন্নয়নে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছেআবেদনজানাচ্ছে।